Truth for delightful life

What & Why

A Discussion Forum For Truth

Contact: Ph # 8802+8059774,
Mob: (880)+ 01715345006, 01675216486.
e-mail: whatandwhy2@gmail.com
whatandwhy@live.com
Link: www.icwfreedom.org

Primary Declaration

মাত্র ১১-১২ শ বিলিয়নিয়ার ও কোটি কোটি নি:স্ব-হতদরিদ্র ও বেকারসমেত বিশ্বের মোট প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের মধ্যে কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না যে, স্থায়ী অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তা বৈ আনন্দময় জীবন যাপন করছেন। কিন্তু কেন ?

মানব জাতির ভোগ-ব্যবহারের সামগ্রী উৎপন্নে ন্যাচরাল রিসোর্সের সকলক্ষেত্র এখনো অনির্ণিত;এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির সহিত মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। তাই সম্পদ সীমিত, একটি ডাহা মিথ্যা কথা; প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শ্রম শক্তি প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় জড়িত মাত্র ৩৫০ কোটি মানুষ ২০০৮ সালে ধরিত্রীর সকলের জন্য জনপ্রতি বার্ষিক ১০,৪০০ ডলার উৎপন্ন করেছে । অথচ, ঐ বছরই ২২০ কোটি মানুষ বার্ষিক ৭৫০ ডলার ও ১২০ কোটি মানুষ দৈনিক ১ ডলার করে ব্যয় করতে পারেনি,উপরন্ত ৬০ লাখ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে।অন্যদিকে মোট ২৭ ট্রিলিয়ন ডলারের মজুত সংকটে পড়ে তৎকালে দুনিয়ার প্রথম ধনীব্যক্তিটি সহ খোদ যুক্তরাষ্ট্রের ৪০০ বিলিয়নিয়ার তাঁদের মোট পুঁজির অংশবিশেষ হারিয়েছে এবং গাড়ী উৎপাদনে বিশ্বের ৪নম্বর- "জেনারেল মোটরস" সহ পশ্চিমা বিশ্বের বহু কোম্পানী - ব্যাংক ইত্যাকার বহু প্রতিষ্ঠান দেওউলিয়া ঘোষিত হয়েছে। প্রাইভেট প্রপার্টি হারানোর আতংক মুক্ত নয় কেউ। কিন্ত কেন?

শ্রম ব্যতীত মূল্য সৃষ্টি না হলেও এবং অপরিশোধিত শ্রম তথা আত্মসাৎকৃত শ্রম অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যই পুঁজি, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শক্তি হলেও ধরিত্রীর অধিকাংশ মানুষ যাঁরা শ্রম শক্তি বিক্রেতা তাঁরা সম্পদের স্রষ্টা হয়েও সম্পত্তিহীন; আর যাঁরা শ্রম করে না তবে শ্রম শক্তির ক্রেতা বা অপরের শ্রম আত্মসাৎকারী সেই সকল পরজীবী সংখ্যাল্প মানুষেরাই প্রায় সকল সম্পদের মালিক। কিন্ত কেন?

মহাজগত ও মহাজগত হতে উদ্ভুত জীবজগত হচ্ছে বাস্তব। তাই, অলৌকিকতা-মিথ বা কল্পকথা নয়, বস্তুগত বাস্তবতাই হচ্ছে সত্য। মহাজগত কেউ তৈরী করেনি এবং জীব জগতের বিবর্তন তথা জীবের জন্ম-বিকাশ ও মৃত্যুও বস্তুগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বৈ অবস্তুগত বিষয় নয়। জীবের "আত্মা" বলে কিছু নাই; তবু লোকে দেহকে নশ্বর ও আত্মাকে অবিনশ্বর গণ্যে কেবলই দেহে আত্মার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে জীবন-মরণ গণ্য করাসহ লোকের ধনী-নির্ধন হওয়া-না হওয়া, বা রোগ-বালাই ও চিকিৎসা হওয়া-না হওয়া বা জ্ঞানী-গুণী বা শিক্ষিত- মেধাবী বা প্রতিভাধর হওয়া- না হওয়া ইত্যকার যাবতীয় দৈনন্দিন লৌকিক বা বস্তুগত বিষয়াদিকে কেবলই অবস্তুগত বা অলৌলিক তথা ভুয়া কর্তৃত্বের ক্রিয়া-কর্ম রূপ অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার বশত মুক্তি প্রত্যাশায় ঝাড়-ফুঁক,তাবিজ-কবজ ও ধান্ধাবাজ-বুজরুক এবং চালাক-চতুর মহাজ্ঞানী-মহাজনদের পালায় পড়ে বা শরণাপন্ন হয়ে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৎসত্ত্বেও ঘাটের কড়ি খরচ করে মহাজনদের চিরস্থায়ীত্ব সহ ' চিরন্তন আত্মা'র চিরকালীন শান্তি -সদগতির জন্য পূজন-ভজন বা আচার-আচরণ করে আসছে। কিন্তু কেন ?

পজেটিভ-নেগেটিভ অর্থাৎ বিপরীত শক্তি তথা বৈপরীত্যের ঐক্যই বস্তু। তাই,দ্বান্দ্বিকতার হেতুবাদে বস্তুমাত্রই ক্রিয়াশীল-গতিশীল।বস্তজগতের বস্তু নিচয় পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল এবং পারস্পারিক তাপে-চাপে বস্তুমাত্রই পরিবর্তনশীল ও রূপান্তরিত হয় । অত:পর, বস্তুগত জগত ও জীবনকে বস্তুতান্ত্রিকভাবে দেখা-বুঝার নিমিত্তে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের উদ্ভবের পরও মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ-পীড়ন ও দমন করার জন্য নিছক সংকীর্ণ ব্যক্তি ও শ্রেণী স্বার্থে স্বার্থান্ধ-ঘৃন্য,বর্বর-অসভ্য,প্রবঞ্চক-তস্কর, খুনি-সন্ত্রাসী ও ভন্ডসহ তাবৎ পরজীবীদের মহাওস্তাদদের সৃষ্ট ও অজ্ঞতা ভিত্তিক,মূঢ়তা নির্ভর, প্রমাণ ও যুক্তি-তর্কের বোধহীন কেবলই অন্ধ বিশ্বাস আশ্রিত, স্বশ্রেষ্ঠত্বের আক্রোশী অহংবোধ পুষ্ট; এবং ব্যক্তির মর্যাদাহীনতা-সচেতনাহীনতা এবং যুগৎ স্বৈরতান্ত্রিক ও গোলামি মানসিকতার- ভাববাদী মতাদর্শ দ্বারা তাড়িত বহু মানুষ এখনো জীবন ও জগতকে কৃত্রিম বা অসত্যভাবে দেখে বলেই কল্পনা-আশ্রিত হয়ে ঠকে, শোষিত-বঞ্চিত ও প্রতারিত-শাসিত হয় এবং কার্যকারণ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন না করে বা প্রমাণ ও যুক্তি-তর্ক নয় কেবলই পূর্বারোপিত বোধ ও অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয় বা সামগ্রীকতা নয়, খন্ডিত; পরিপূর্ণ নয়, আংশিক নিদেনপক্ষে,ভিতর-বাহির নয়, কেবলই বহিরাংগ দেখার স্থুল দৃষ্টিভংগি পোষণ করে। কিন্তু কেন ?

আদিতে বহুকাল মানব জাতির মধ্যে অসাম্য-বৈষম্য ছিল না; কিন্তু, প্রাকৃতিক প্রতিকুলতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারে অজ্ঞতার কারণে জীবন ধারণের উপকরণের অভাব বৈ প্রাচুর্য ছিল না । তাইতো, অভাব হতে রেহাই পেতে যেমন স্থানিকতার প্রেমে আবদ্ধ নয় বরং মাইগ্রেশন করেছে মানুষ তেমন উপরকরণ লাভ ও উৎপন্ন করতে গিয়ে কতিপয় চালাক-চতুর লোক মাথা ও গায়ের জোরে দখল-বেদখল ও হত্যা-খুন, প্রতারণা-জোচ্চুরি ও জালিয়াতির মাধ্যমে বেশীরভাগ মানুষকে দাস বানিয়ে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের পত্তন করলেও নতুন উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহ-বৈরীতায় অতীতের প্রতিটি সমাজই বিলীন-বিলোপ হয়ে শেষত মুনাফার জন্য পণ্য উৎপাদনের পুঁজিবাদী সমাজের

প্রতিষ্ঠা করলেও এবং ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে শ্রম শক্তি শোষণ করে পুঁজি সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষে মানুষে বৈরীতা-বৈষম্য ও শত্রুতা সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী বিভাজনের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি টিকে থাকার আবশ্যকীয় শর্তে- পুনরুৎপাদন ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ তথা পুঁজির সঞ্চালন ও বিনিয়োগের আবশ্যকতায় পণ্যের সস্তা দর সমেত অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহসহ নানাবিধ নিষ্ঠুর-জঘন্য কার্যাদির মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়াকে দখল করে সাবেকী সকল ধরণের উৎপাদন ব্যবস্থার বিনাশ ঘটিয়ে এবং সাবেকী মালিকদের সম্পত্তিহীন করে সমগ্র দুনিয়াকে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদীন ব্যবস্থার আওতায় এনে এবং পুঁজিবাদী ধাঁচে সমগ্র দুনিয়াকে গড়ে সমগ্র দুনিয়ার একাশংকে আরেকাংশের বা একাঞ্চলকে অপরাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল করে এবং দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে অপরাপর মানুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার বস্তুগত শর্ত তৈরী করে একটি বিশ্ব ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেও অস্তিত্বের শর্তে পুনরুৎপাদন ও সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায় নিত্য-নতুন উৎপাদন উপকরণের সৃষ্টি ও নৈরাজ্যিক উৎপাদনের মাধ্যমে চাহিদার অতিরিক্ত উৎপন্ন করে পুন:পুন সংকট-মহাসংকটের চক্রে নিমজ্জিত- নিপতিত হয়ে উদ্ধার আশায় দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের তান্ডব ও হিংস্রতা সংঘটিত করে কোটি কোটি মানুষ খুন-জখম এবং বিপুল পরিমাণ পণ্য ও অসংখ্য স্থাপনা-অবকাঠামো ধ্বংস করে সমগ্র দুনিয়ার অর্থনীতিকে একটি মাত্র কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ-গাইড ও সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে বিশ্বব্যাংক সহ নানান সংস্থা-সংগঠন জন্ম দিয়েও পুঁজির জন্ম শর্তেই সৃষ্ট মন্দা-মহামন্দার কবল হতে রেহাই পায়নি পুঁজিবাদ । অথচ, উৎপাদন উপকরণের এমন বিদ্রোহ তথা মহাসংকটের হেতুবাদেই যে, পুঁজিবাদী সমাজ বিলীন ও বিলুপ্ত হবে তাও ভাবতে-মানতে চায় না ইত:পুর্বে অন্যান্য শ্রেণীর সম্পত্তিচ্যুতির ঐতিহাসিক নায়ক সেই পুঁজিবাদী শ্রেণীসহ তাঁদের প্রভাবিত জনসমষ্টি। কিন্তু কেন?

সকল অনিশ্চয়তা, অকল্যাণ ও অশান্তির জন্য দায়-দোষী ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ-বিনাশ এবং ব্যক্তিমালিকানার রক্ষক-সমর্থক তাবৎ সংস্থা-সংগঠন ইত্যাদির বিলুপ্তি না ঘটিয়ে ভুয়া জনকল্যাণ, অবাস্তব দারিদ্র দুরীকরণ ও কৃত্রিম শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় তথা শোষক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে শোষকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ, জাতি সংঘ ও তাদের সদস্য ও সহযোগী এবং সমর্থক সংস্থা-সংগঠনগুলো বহু বছর যাবৎ ক্রিয়াশীল থাকলেও পরজীবী বৈ বেশীর ভাগ মানুষের যে কল্যাণ বা সমৃদ্ধি হয়নি এবং শান্তি যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাতো নিশ্চিত; তবু মানুষ ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে এখনো পরিপুর্ণ অবিশ্বাসী নয়।কিন্তু কেন ?

ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম মানবীসহ কালে কালে বাস্তব জগতের সের্ভেৎ-ব্রুনোরা বহুজন-কি ও কেন'র উত্তর জানার চেষ্টা করে দন্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন। তবু, কোপার্নিকাস, ডারউইন, আইনাষ্টাইন, মার্কস-এ্যাংগলস প্রমুখ বহু বহুজন জীব ও জগতের বিষয়গুলোকে কি ও কেন দ্বারা প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করে ইতো:মধ্যে পৃথিবীর স্থিরতা ও কেন্দ্রীকতা বিষয়ক ভুয়া বক্তব্য ভুয়া প্রমাণ করে সোলার সিষ্টেমসমেত মহাবিশ্বের বয়স-ব্যাপ্তি সহ প্রকৃতির গতি-প্রকৃতি এবং জীব ও জীবনের রহস্য উন্মোচন এবং সম্পদ

ও সম্পত্তিবান সৃষ্টি তথা ধনী-দরিদ্র হওয়ার রহস্য উদ্ঘাটন ও উৎপাদন উপকরণের সহিত মানুষ ও মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং সমাজ পরিবর্তন বিষয়ক সম্পর্কাদি-তথ্য ও সূত্র তথা মানবজাতির বিকাশের ইতিহাস আবিস্কারের মাধ্যমে পুন:পুন মন্দা কবলিত বয়োবৃদ্ধ-অতীত আশ্রিত পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য পরিণতি-প্রাচুর্যময়, শোষণহীন, শ্রেণীহীন, চিরকালীন শান্তি ও অনাবিল আনন্দের সাম্যবাদী সমাজের তত্ত্ব-সূত্র আবিস্কার-ব্যাখ্যা করা সহ মোবাইল-ইন্টারনেট প্রযুক্তি করায়ত্ত করলেও তদপুরি, শিক্ষা-চিকিৎসা, পরিবহন-যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রতিটি সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারে আগ্রহী হয়েও বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতাকে বুঝতে বা মানতে অসংখ্য মানুষ এখনো আগ্রহী নয়। কিন্তু কেন ?

নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ মুক্ত হয়ে বা সাবেকী সকল প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের ঘেরাটোপের কবলমুক্ত হয়ে কেবলই খোলা চোখে- প্রকৃতির সহিত মানুষের এবং মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক দেখতে সক্ষম হয়ে দুনিয়ার শ্রমজীবী ও মুক্তিকামী মানুষ একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হলে, নিদেনপক্ষে অন্তত অগ্রণী সভ্য দেশগুলোর সম্মিলিত ক্রিয়ার মাধ্যমে যে, পুঁজিবাদী সমাজ বিলুপ্ত হয়ে শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে দুনিয়া থেকে যেমন মালিক তেমন শ্রমিক শ্রেণীর অবসান ঘটিয়ে অর্থাৎ মজুরী প্রথা বিলোপের মাধ্যমে জাত-জাতি, ধর্ম-বর্ণ, লিংগ ইত্যকার সকল ভেদাভেদ মুক্ত কেবলই মানুষ পরিচয়ে পরিপূর্ণ মানবিক বোধে পরিপূর্ণ-মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ হিসাবে সমগ্র দুনিয়াকে সকলের বসবাসের অবাধ বিচরণ ভূমি হিসাবে ব্যবহার করে জনবসতির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে জনবসতি ও বসবাসের অভিশাপ হতে যেমন তেমন বসতিহীনতার দুর্ভোগ-দুরাবাস্থা হতে মুক্তি দিয়ে ধরিত্রীর সকলের জন্য আবশ্যকীয় সকল সামগ্রীর পরিকল্পিত উৎপাদন ও সকল কাজে সকলের অংশগ্রহণের উপযোগী একটি বৈশ্বিক সমিতি বা সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত বলেই রাষ্ট্রিক গন্ডী বা রাজনৈতিক ভাগ-বিভাজন মুক্ত একক ধরিত্রীর মুক্ত-স্বাধীন বাসিন্ধা হিসাবে সকল মানুষ প্রকৃতি ও জীবজগতকে খোলা চেখে দেখতে পাবে বলেই সকল মানুষ বিজ্ঞানী হিসাবে বৈজ্ঞানিক কার্যাদির মাধ্যমে কেবলই প্রকৃতি জয়ের আনন্দে চিরকালীন আনন্দিত হতে সক্ষম হবে; তাওতো তত্ত্বগতভাবে প্রমাণিত। তবু, অনুরূপ অনাবিল আনন্দ লাভ তথা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত শ্রেণী-শ্রমিক শ্রেণীসহ সাম্য প্রত্যাশীরা তদার্থে সফল হতে পারছে না। কিন্তু কেন ?

মার্কসদের মতে- বুর্জোয়া অর্থনীতিই জাতিগত পার্থক্য ও জাতিগত বিরোধ ক্রমেই মিলিয়ে দিচ্ছে। এবং মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ বন্ধ হলে বা জাতির মধ্যকার শ্রেণী বিরোধ দুর হলেই জাতিগত শত্রুতা ও বৈরীতার অবসান হবে। তবু, তদানুরূপ কাজ না করে বরং জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যাদির ছুতায়- পচন ও পতনশীল বুর্জোয়া সমাজের চাপে-ভারে স্বীয় কর্তৃত্ব রক্ষায় অক্ষম-অযোগ্য রাষ্ট্রকে ভেংগে যেমন বুর্জোয়ারা তেমন লেনিনবাদী কমিউনিস্টরা বহু রাষ্ট্রের জন্ম দিতে গিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে জাত-জাতির মোড়কে আবদ্ধ করে স্বদেশি-স্বজাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে কেবলই বিবদমান বুর্জোয়াদের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে নিজের শ্রেণী

চৈতন্য হারিয়ে এবং শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হওয়ার পরিবর্তে বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহে বাধ্য হয়ে নিজেদের দুরাবস্থা বর্ধিত করা সত্ত্বেও অনুরূপ ক্রিয়াদিকে মহান কর্ম হিসাবে গণ্য করছে লেনিনবাদীরাও । যদিচ, বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত জন্মলগ্নেই বিরোধ শুরু হয় শ্রমিক শ্রেণীর এবং শ্রমিক শ্রেণীর কোনো দেশ নাই বলেই তাঁরা আন্তর্জাতিক। তবু, তাঁদেরকে দেশপ্রেমিক হতে বলা হয়। কিন্তু কেন ?

বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীয় অর্থনীতির স্বার্থে যথার্থভাবে সাবেকী মালিকানা উচ্ছেদ করায় উচ্ছেদকৃত শ্রেণী যেমন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তেমন বুর্জোয়া অর্থনীতির ক্রিয়ায় অস্থিত্ব সংকটে নিপতিত নিম্ন বিত্ত, হস্ত শিল্প কারাখানা মালিক, দোকানদার, কারিগর, চাষী প্রমুখরা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে তাঁরা সমাজকে পিছনে ফিরিয়ে নিতে চায় বলে তাঁরা প্রতক্রিয়াশীল। কিন্তু, বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণী ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উৎপাদন উপকরণের উপযোগি সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করছে বলেই শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম –প্রগতিশীল। অথচ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশ্বিক শৃংখলের আওতায় অবাস্তব ও অসম্ভব হলেও স্বাধীনতা ইত্যাদির অজুহাতে কার্যত পুরোনো অবস্থায় ফিরে যাওয়ার অপ্রচেষ্টা এবং যা কস্মিকালেও সম্ভব নয়; তবু দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর তেমন ধরণের আন্দোলনকে সমর্থন এবং তাকে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করা বা প্রতিদ্বন্দ্বি ও প্রতিপক্ষ বুর্জোয়াদের আন্ত বিরোধ-বৈরীতায় অংশ গ্রহণ বা সমর্থন করা বা পক্ষভুক্ত হওয়া এবং এমনকি- ভূমি সংস্কারের অজুহাতে শ্রমিক শ্রেণীর গ্রামিণ মিত্র ক্ষেতমজুরকে ভূমির শৃংখল ও ব্যক্তি মালিকানার মোহান্ধতায় আবদ্ধ করে শিল্প শ্রমিক শ্রেণীকে দুর্বল ও দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট-ব্যাহত ও বাঁধাগ্রস্ত করছে লেনিনবাদী-মাওপন্থীরা । কিন্তু কেন?

স্থানীয় বা জাতীয় নয়, পুঁজিবাদ একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা।তাই, পুঁজিবাদ প্রতিস্থাপনের সমাজতন্ত্রও বৈশ্বিক বলেই মার্কসদের মতে-এক দেশে সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়; এবং **শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির অন্যূন শর্তসমুহের প্রথমটি হচ্ছে অগ্রণী সভ্যদেশগুলোর সম্মিলিত ক্রিয়া**। এবং শ্রমিক শ্রেণী নিজেই তা অর্জন করবে। তদমর্মে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব সমিতি ছিল না ও অগ্রণী সভ্যদেশগুলোর অনুরূপ মিলিত ক্রিয়া সংঘটিত হয়নি। তবু, দাবী করা হল যে,কেবলমাত্র রাশিয়ায় এবং পরবর্তীতে পূর্ব ইউরোপীয় বকে বা চীন-ভিয়েতনাম ইত্যকার দেশে সমাজতন্ত্র প্রতষ্ঠিত হয়েছে। আবার, মার্কসদের মতে, বেচা-কেনার লোপ ও রাষ্ট্রের বিলোপ বৈ ক্রেতা-বিক্রেতা সমেত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র নয়; অথচ, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কার্যকরণের 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রগুলো যেমন পরস্পর বিরোধ-বৈরীতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছে তেমন পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের সহমতে-সহযোগে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন আই.এম.এফের সহপ্রতিষ্ঠাতা হয়ে স্বয়ং কমিউনিস্ট গণ্য হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব ইউরোপীয় বকসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্থিত্ব এখন নাই; চীন-ভিয়েতনামও বিশ্বব্যাংকের সদস্য এবং ব্যক্তি মালিকানা নিশ্চয়তাকৃত। তাছাড়া, প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট নামীয় পার্টিগুলোও বহুধাভাগে বিভক্ত এবং কেবলই অবক্ষয়িত। কিন্তু কেন ?

অত:পর, মহাজগত ও জাগতিক বিষয় ও বিষয়াধীন জীব বিশেষত মানব সমাজ সম্পর্কে উলেখিত-‘ কেন’ সহ প্রাসংগিক অপরাপর- কি ও কেনগুলোর বস্তুগত তথা যথার্থ উত্তর যা -সত্য, তা নিশ্চিত করতে পারলেই সকল মানুষের চিরকালীন আনন্দময় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হবে। কাজেই, কেবলমাত্র একবারের এবং ইহলৌকিক জীবনকে আনন্দময় করতে -অনুরূপ সত্য উদ্ঘাটন ও সত্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহীগণ **“হোয়াট এন্ড হোয়াই”** তথা অত্র ফোরামের সদস্য হতে পারবেন। অধিকার ও দায়িত্ব পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত এই নীতির ভিত্তিতে সকল সদস্য সম মর্যাদাপুর্ণ হিসাবে সম্পুর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অত্র ফোরামের সাংগঠনিক কার্যাদি পরিচালিত হবে। ফোরামের কেন্দ্রীয়সহ যে কোন স্তরের সংগঠনে ১জন সমন্বয়ক ও ১-৪ জন সহ সমন্বয়ক নিয়ে ফোরাম গঠিত হবে। প্রতি বছরে একবার সাধারণ সভার মাধ্যমে সংগঠনের সকল স্তরে কমিটি গঠিত হবে। প্রতি স্তরে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সিধান্ত গৃহীত হবে।যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে বেশ বড় রকমের সংগঠন হলে -ফোরামের একটি পরিপুর্ণ ঘোষণা এবং সাংগঠনিক নীতিমালা কেন্দ্রীয় সাধারণ সভা কর্তৃক গ্রহণ করা হবে।